দৈনিক ইত্তেফাক

06 NOV 1992

তারিখ 06 NOV 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিভাগে বহু সীট খালি

রেজানুর রহমান ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ভাগ্যের ব্যাপার; অথচ প্রতি বছর বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে আসন শূন্য পড়িয়া থাকে। এইচএসসি পাসের পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত প্রক্রিয়ায় ভর্তির ব্যবস্থা না থাকায় এই ঘটনা ঘটিতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সেশন (১৯৯১-৯২) ৬ মাস আগে শুরু হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে শূন্য প্রায় ২শত আসনে নূতন করিয়া ভর্তির ঘোষণা দিয়াছে। জীববিজ্ঞান অনুষদের ডীন এসএমএ ফায়েজ ও বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর মসিহুজ্জামান স্বাক্ষরিত এই ঘোষণায় বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর 'ক' ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবগুলি বিভাগ হইতে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (২য় পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

চলিয়া যাওয়ায় কিছু সংখ্যক আসন খালি হইয়াছে। অপেক্ষমান তালিকা (মেধাক্রম ৩৬০০ পর্যন্ত) হইতে এই আসনসমূহ পূরণ করা হইবে। আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র, এস, এস সি ও এইচ,এস,সি পাসের মূল সার্টিফিকেটসহ ১৭ই নভেম্বর সকাল ১০টায় জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডীনের অফিসে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, এইচ,এস, সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন সময়ে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করায় সমস্যা দেখা দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর সবার আগে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করে। ফলে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ভিড় জমায়। এমনও দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হইয়াছে, এমন সময় বুয়েট, মেডিকেল কলেজসমূহে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাইয়াও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে বুয়েট, মেডিকেল কলেজসমূহে ভর্তির জন্য ভিড় জমায় এবং ভর্তির সুযোগ পাইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে আসন শূন্য হইয়া পড়ে। গত ২/৩ বছরে এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যে, ভর্তি পরীক্ষার সময় বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভিড় করিয়াছে। কাংক্ষিত বিভাগে ভর্তির সুযোগ অর্জন করিয়া কয়েক মাস ক্লাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। পরবর্তীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শূন্য আসন পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।

চলতি শিক্ষা বর্ষের উদাহরণ টানিয়া একজন কর্মকর্তা বলেন, ফলিত পদার্থ বিদ্যা বিভাগে আসন সংখ্যা ৫০। ভর্তি করানো হইয়াছিল ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে অথচ বর্তমানে ১০/১৫ জন ছাত্র ছাত্রী এই বিভাগে ক্লাস করিতেছে। রসায়ন বিভাগেও অনুরূপ অবস্থা।

জীববিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর এস, এম, এ, ফায়েজ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে না পারিয়া অনেক ছাত্র ছাত্রী আফসোস করে। অপর দিকে ভর্তির সুযোগ পাইয়া অনেকে চলিয়া যায়। এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে। এইচ, এস, সি, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বুয়েট, মেডিকেল কলেজসমূহ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রক্রিয়া সমাপ্ত করিতে হইবে।